যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN. 1 5 .20(

পৃষ্ঠা ২৮ কলাম

শাহজালাল ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে ন

মোহাম্মদ যাকারিয়া/আতিকুর রহমান পর্নিয়া

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভি
পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে না। দুই ভিসিকেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার ত
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। এমনকি জোট সরকারের বাকি মেয়াদক
দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর আর কোনো ভিসির পদত্যাগপত্রও গ্রহণ না হ
হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন চেয়ারম্যান ড. এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, সরকারের
শেষ সময়ে ভিসি পদে আর কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। তিনি বলেন, এ
ইউনিভার্সিটিগুলোর শীর্ষ পদে পরিবর্তন এনে নতুন অসন্তোষের ঝুঁকি হয়তো নেয়া হ
না। শাহজালাল ইউনিভার্সিটির ভিসির পদত্যাগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলে
তদন্ত না করে তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে না।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, এ বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী নিজে দেখছে
যে কোনো ভিসি ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারেন। তবে কারো মতের বাইরে জে
করে পদত্যাগ করানো হলে তাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সূত্র মতে, বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটির ১০ ভিসি
পদত্যাগ করতে হয়েছে। এসব পদত্যাগী ভিসির তালিকায় ঢাকা, জাহাঙ্গীরন
রাজশাহী, খুলনা, ইসলামী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি রয়েছেন।

তাদের বেশির ভাগকেই আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে হয়েছে। অন্যদের ন
অভিযোগের কারণে সরকার সরিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জা
গত সাড়ে চার বছরে ১০ ভিসির পদত্যাগের বিষয়টি সরকারের জন্য বিব্রতকর হ
পড়েছে। এ জন্য সরকার এখন আর এ পাল্লা ভারি করতে চাচ্ছে না। এছাড়া শাহজা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটি এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভিসির পদত্যাগ
গ্রহণ করা হলে তা থেকে উৎসাহিত হয়ে আরো কয়েকটি ইউনিভার্সিটির ভিসি
জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করানোর জন্য আন্দোলন শুরু হতে পারে
বলে সরকার আশংকা করছে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

পৃ ২১ ক

শাহজালাল ও ইসলামী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উনিভার্সিটি, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
উনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ কৃষি
উনিভার্সিটির ভিসির পদত্যাগের দাবিতে
ান্দোলন শুরু হতে পারে। এসব
শ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নিয়োগ-পদোন্নতি
য়ে সরকার সমর্থিত ছাত্র-শিক্ষক এবং
নীয় এমপিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ
রাজ করছে।

ত্র জানায়, গত ১২ মে সিলেটের রাগীব
বেয়া মেডিকাল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে
াহজালাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সংঘর্ষের
জর ধরে পুলিশের গুলিতে এক ছাত্র নিহত
কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ
ক্ষার্থীরা ভিসির পদত্যাগের দাবিতে
ান্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে
শ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলে
ান্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ভিসির বাসভবনে
াগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে পদত্যাগে বাধ্য
রে। ভিসি মোসলেহউদ্দিন আহমেদ চাপের
খে একটি সাদা কাগজে পদত্যাগ করেছেন
খে তা ছাত্রদের হাতে তুলে দেন। এরপরই
ান্দোলন স্তিমিত হয়।

ব্যাপারে সরকারের শীর্ষ মহলের বক্তব্য
লো জীবন রক্ষার্থে ভিসির লিখে দেয়া
দত্যাগপত্র গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে আর
কানো ভিসি দায়িত্ব পালন করতে চাইবেন
। এ জন্য প্রফেসর মোসলেহউদ্দিনের
দত্যাগের বিষয়টি আমলে না নিয়ে তাকে
রকারের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করে
যতে বলা হয়েছে। ভস্মীভূত বাসভবন
মরামত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে ঢাকায়
কটি অস্থায়ী অফিস নিয়ে হলেও তাকে
াগিগিরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে
য়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়া
য়েছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি
জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা তাকে ভিসি
সেবে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন সভা-
মাবেশ থেকে দাবি তুলেছেন।
শ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলকেও আগামী দিনে
ভিসিকে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ